ঔপনিবেশিক বাংলায় ছোট শহরে মিউনিসিপ্যালিটির বিশুদ্ধ ও দূষিত ‘জল সঞ্চালন’ পরিকাঠামো ও পৌর নাগরিকতায় তার প্রভাব

১৮৭২ – ১৯০৭

যাদবপুরবিশ্ববিদ্যালয়ে (কলাঅনুষদ) পিএইচ. ডিউপাধিলাভেরজন্যপ্রদত্তগবেষণানিবন্ধের সংযোজন

মালিনী সিদ্ধান্ত

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপকঅনুরাধা রায়

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুরবিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুরবিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২১

ঔপনিবেশিক বাংলায় ছোট শহরে মিউনিসিপ্যালিটির বিশুদ্ধ ও দূষিত 'জল সঞ্চালন' পরিকাঠামো ও পৌর নাগরিকতায় তার প্রভাব ১৮৭২ – ১৯০৭

সংযোজন

প্রথমেই আমি পরীক্ষক কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই , আমার গবেষণা সন্দর্ভ অত্যন্ত যত্ন করে পড়ার জন্য। তাঁর সুচিন্তিত এবং গভীর বুদ্ধিদীপ্ত মতামত যে এই গবেষণার সার্বিক মান সর্বতোভাবে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে, তা সন্দেহাতীত।

গবেষণার কাঠামোগত ও বিষয়গত দুই রকম সংযোজনের সুপারিশ করেছেন পরীক্ষক।

গবেষণার কাঠামোগত প্রেক্ষিতে সংযোজন সমূহ :-

• পরীক্ষক উল্লেখ করেছেন, সন্দর্ভে অনেক ক্ষেত্রে বানানে সমতা রক্ষিত হয়নি। যতি চিহ্ন ব্যবহার, সম্পাদনার সমস্যা, স্পেসিং এবং প্রুফ রিডিং-এ কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছে। তাঁর সুপারিশ মেনে নিম্নলিখিত তালিকাটি সংযোজিত হল। তবে ইংরাজি নামের ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হয়েছে প্রথম বার যখন নামটি উল্লেখ করা হচ্ছে, তখন তা ইংরাজি লেখার এবং ব্র্যাকেটে বাংলায় নামটি লিখে পরবর্তী লেখায় বাংলায় লিখতে।

পৃষ্ঠাভিত্তিক সংশোধনসমূহ :-

১। পৃষ্ঠা নং-১, শেষ লাইনে 'কর্মসূচী' শব্দটি পড়তে হবে 'কর্মসূচি'।

২। পৃষ্ঠা নং-১২, ১০ নং লাইনে 'অভিধার' শব্দটি পড়তে হবে 'অভিধায়'।

৩। পৃষ্ঠা নং-১৫, ১৫ নং লাইনে 'কী ভাবে' শব্দটির পরে ',' যুক্ত হবে।

৪। পৃষ্ঠা নং-১৭, ১৮ নং লাইনে 'তা' শব্দটির পরে 'হল' যুক্ত হবে।

৫। পৃষ্ঠা নং-৩৬, ৬ নং লাইনে 'কিয়দংশে' শব্দটি পড়তে হবে 'কিয়দংশ'।

৬। পৃষ্ঠা নং-৩৭, ১৫ নং লাইনে 'ব্যবস্থা' শব্দটি পড়তে হবে 'ব্যবস্থার'।

৭। পৃষ্ঠা নং-৪৭, ৩ নং লাইনে 'শ্রমিকশ্রেণিকেন্দ্রিক' শব্দটি পড়তে হবে 'শ্রমিক-শ্রেণি-কেন্দ্রিক'।

৮। পৃষ্ঠা নং-৫১, ২১ নং লাইনে 'তমাস সাউথউড' শব্দটি পড়তে হবে 'থমাসসাউথউড'।

৯। পৃষ্ঠা নং-৫২, ১ নং লাইনে 'অঙ্গাঙ্গী' শব্দটি পড়তে হবে 'অঙ্গাঙ্গি'।

১০। পৃষ্ঠা নং-৫২, ১৩ নং লাইনে 'অইয়ালেন করবিন' শব্দটি পড়তে হবে 'অ্যালেন করবিন'।

১১। পৃষ্ঠা নং-৬৯, ১৯ নং লাইনে 'স্বায়ত্ত শাসনের' শব্দটি পড়তে হবে 'স্বায়ত্তশাসনের'। মাঝের স্পেসটি হবে না।

১২। পৃষ্ঠা নং-৭১, ১নং লাইনে 'দেখভালো' শব্দটি পড়তে হবে 'দেখভাল'।

১৪। পৃষ্ঠা নং-৭৩, ১নং লাইনে ‘স্যাডুইক’ শব্দটি পড়তে হবে ‘চ্যাডউইক’।

১৫। পৃষ্ঠা নং-৭৫, ১২নং লাইনে ‘লণ্ডন’ শব্দটি পড়তে হবে ‘লন্ডন’।

১৭। পৃষ্ঠা নং-৯১, ১৭নং লাইনে ‘জেমস্‌জন্সন’ শব্দটি পড়তে হবে ‘জেমস্‌ জন্সন’। মাঝের স্পেসটি হবে।

১৮। পৃষ্ঠা নং-১০১, ১৪নং লাইনে ‘কারন’ শব্দটি পড়তে হবে ‘কারণ’।

১৯। পৃষ্ঠা নং-১০৪, ২নং লাইনে ‘জলকর’ শব্দটির পরে একটি স্পেস বেশি পড়েছে। সেটি হবে না।

২০। পৃষ্ঠা নং-১০৭, ২নং লাইনে ‘নাগরিকতা’ শব্দটির পরে একটি স্পেস বেশি পড়েছে। সেটি হবে না।

২১। পৃষ্ঠা নং-১০১, ১৬নং লাইনে ‘লক্ষ্য’ শব্দটি পড়তে হবে ‘লক্ষ’।

২২। পৃষ্ঠা নং-১১৮, ১০নং লাইনে ‘রূপায়ণ’ শব্দটির পরে একটি স্পেস বেশি পড়েছে। সেটি হবে না।

২৩। পৃষ্ঠা নং-১৩২, ১৪নং লাইনে ‘কিন্তু’ শব্দটির পরে একটি “,” পড়েছে।

সেটি হবে না।

২৪। পৃষ্ঠা নং-১৫৪, ১৭নং লাইনে ‘ধরণ’ শব্দটি পড়তে হবে ‘ধরন’।

২৫। পৃষ্ঠা নং-১৫৫, ৬নং লাইনে ‘মেরামতি’ শব্দটি পড়তে হবে ‘মেরামতির’।

২৬। পৃষ্ঠা নং-১৫৫, ৯নং লাইনে ‘নুড়িবালি’ শব্দটি পড়তে হবে ‘নুড়ি-বালি’।

২৭। পৃষ্ঠা নং-১৬৮, ৭নং লাইনে ‘এই’ এবং ‘প্রকল্পের’ শব্দটির মাঝে একটি স্পেস বেশি পড়েছে। সেটি হবে না।

২৮। পৃষ্ঠা নং-১৭০, ৪নং লাইনে ‘রয়াণ্ডেল’ শব্দটি পড়তে হবে ‘র্যা□ণ্ডেল’।

২৯। পৃষ্ঠা নং-১৮৯, ৪নং লাইনে ‘হুগলী’ শব্দটি পড়তে হবে ‘হুগলি’।

৩০। পৃষ্ঠা নং-২০৬, ১২নং লাইনে ‘,’ এবং ‘এর’ শব্দটির মাঝে একটি স্পেস হবে।

৩১। পৃষ্ঠা নং-২১২, ১৭নং লাইনে ‘লক্ষ্য’ শব্দটি পড়তে হবে ‘লক্ষ’।

৩২। পৃষ্ঠা নং-২২৯, ১২নং লাইনে ‘েকটি’ শব্দটি পড়তে হবে ‘একটি’।

• পরীক্ষক দ্বিতীয় সুপারিশ করেছেন গবেষণার রেফারেন্স বিষয়ে। পরীক্ষক বলেছেন , গবেষণাটিতে রেফারেন্সের ব্যবহার অপ্রতুল। আপাতদৃষ্টিতে কথাটি হয়ত খানিকটা ঠিকও। কিন্তু গবেষণাটি করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি ভারতে মিউনিসিপ্যালিটি এবং তার পরিকাঠামো বিষয়ে কাজের সংখ্যা বেশ কম। ছোটো শহর নিয়ে তো এই বিষয়ে কোনও কাজ নেই বললেই চলে। সুতরাং প্রাসঙ্গিক বই -পত্রের অভাব রেফারেন্সের অপ্রতুলতার একটা বড় কারণ। অন্য দিকে , আর্কাইভের নথি যখন বিশ্লেষণ করেছি , তার পরতে পরতে এত

আস্তরণ ছিল যে, সেগুলি উন্মোচন করতে গিয়ে হয়তো দু'এক পৃষ্ঠা রেফারেন্সে বিহীন থেকে গিয়েছে। তবে ভবিষ্যতে সন্দর্ভটি যখন বই হিসেবে প্রকাশ করা হবে, তখন এই বিষয়টির উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

একটি ফুটনোটে প্রকাশন, প্রকাশনার সাল ইত্যাদি দেওয়া হয়নি। সেটিকে সংযুক্ত করা হল।

১। পৃষ্ঠা নং-৮৭, ফুটনোট-৯

Michael Foucault, The Birth of Biopolitics: lectures at the College de France, Picador, London, 2010, p-35

• পরীক্ষক পৃষ্ঠা নং-৩০-এর আলোচিত বিষয়বস্তুর উৎস সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করেছেন। উক্ত পৃষ্ঠায় ব্রিটেনের জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন রোগ ও তার ভ্যাক্সিন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই বিষয়টি আমি Christopher Hamlin, Public Health and Social Justice in the age of Chadwick, Britain, 1800-1854, Cambridge University Press, USA 1998 বইটির ৩৪-৩৫ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে পেয়েছি। প্রসঙ্গত, বলে রাখি Christopher Hamlin-এর কিছু প্রবন্ধ পড়ে ব্রিটেনের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর কাজ বিষয়ে খানিক ধারণা পাই। এর পর বহু খোঁজাখুঁজি করেও ২০১৬-১৭ সালে কলকাতায় বইটি পাইনি। এক পরিচিতের মারফৎ ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে বইটি যোগাড় করি। এখন বইটি মোটামুটি সহজলভ্য। কিন্তু পরীক্ষক https://www/britanicca.com/topic/ public-health/ national- developments-in-the-18th-19thcenturies এই ওয়েবসাইটটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এটিকেও আমি অতিরিক্ত রেফারেন্স হিসেবে সংযুক্ত করছি।

• পরীক্ষক বড় কোটেশন লেখার ক্ষেত্রে মূল টেক্সটের থেকে ছোট ফন্টে লেখার পরামর্শ দিয়েছেন। ভবিষ্যতে এই গবেষণা যখন বইয়ের আকার পাবে, তখন এই বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

সার্বিক ভাবে এই কাঠামোগত ত্রুটিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্য পরীক্ষকের জন্য শুধু 'ধন্যবাদ' শব্দটি হয়তো যথেষ্ট নয়।

গবেষণার বিষয়গত প্রেক্ষিতে সংযোজন সমূহ :-

• পরীক্ষক গবেষণায় কলকাতা সম্পর্কে আলাদা করে বিশদে আলোচনা না করার পক্ষপাতী। আসলে পরিকাঠামো নির্মাণের প্রে ক্ষিতে কলকাতার সঙ্গে প্রতিতুলনার বিষয়টি এসেই পড়েছে। শাসকদের রাজধানী এবং বাসস্থান হিসেবে এই শহরটি যে বেশি গুরুত্ব পাবে, সেটাই স্বাভাবিক। এখানে পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশি অর্থ বরাদ্দ হবে বা পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ আগে শুরু হবে, এটাই ভেবে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সমীকরণ মেলেনি। জনস্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, বর্ধমান শহরে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ শুরু হয়েছে কলকাতার বেশ কয়েক বছর আগে। আবার দার্জিলিং-এ হিল ডাইরিয়া রুখতে জল পরিশোধনের বিষয়টি নিয়ে যে ভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে, কলকাতায় সে ভাবে করা হয়নি। তাই পরিকাঠামো নির্মাণের কালানুক্রমিক কার্যক্রম বোঝাতে কলকাতা সম্পর্কে পৃথক আলোচনা এবং অন্যান্য শহর সম্পর্কে আলোচনা করার সময় সাদৃশ্য - বৈসাদৃশ্য আলোচনায় কলকাতার প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। পৌর -নাগরিকতার বিন্যাসের বিভিন্নতা বোঝার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের সমাবেশ আলোচনা পর্যায়ক্রমিক ভাবে এসে পড়েছে। তবুও পরবর্তী কালে বই হিসেবে গবেষণাটিকে প্রকাশ করার সময় পরীক্ষকের এই প্রসঙ্গে পরামর্শ অবশ্যই মানার চেষ্টা করব।

• মূল গবেষণায় পৃষ্ঠা নং- ১৮, ২৩৮-এ জল সরবরাহ এবং ড্রেন ব্যবস্থা বিন্যাসের ক্ষেত্রে কেন আলাদা আলাদা শহর চয়ন করা হয়েছে, তা আলোচনা করা হয়েছে। পৃষ্ঠা নং- ১৮৩ , ১৮৪-তে ড্রেন বিন্যাস বোঝাতে কেন কৃষ্ণনগর শহরকে চয়ন করা হল, তা বলা হয়েছে। পরীক্ষক এই বিষয়ে আর একটু আলোচনার সুপারিশ করেছেন। তার ভিত্তিতেই এই বিষয়ে আর একটু আলোচনা সংযোজিত হল।

বর্ধমান শহরে 'বর্ধমান জ্বর'-এর ভীতি ঔপনিবেশিকদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। ইতিমধ্যে জ্বরের সঙ্গে জলের সম্পর্ক প্রমাণিত হয়েছে। সেই জন্য ঔপনিবেশিকদের এই শহরের জল সরবরাহের ক্ষেত্রে শশব্যস্ত মনোভাব বোঝানোর জন্য এই শহরটিকে চয়ন করা হয়েছে। ঔপনিবেশিকদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে বলেই এই শহরটিকে নিয়ে আর্কাইভের নথিপত্রও বেশি।

বহরমপুর শহরটিকে চয়ন করার প্রধান কারণ, এটি গঙ্গাতীরবর্তী শহর। তাই দেশীয় জনতার গঙ্গাজল ব্যবহারের দাবির সঙ্গে জলের ঔপনিবেশিক 'বিশুদ্ধতা'-র সংঘাতে তৈরি হওয়া 'পৌর নাগরিকতা-র বিবিধ রূপের পরিচায়ক হিসেবেও এই বয়ানের গুরুত্ব।

অন্য দিকে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বহরমপুর ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছিল। যেখানে বর্ধমান শহরের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল ক্রমবর্ধমান। পরিকাঠামো নির্মাণের বরাদ্দ অর্থ , প্রকল্প পরিকল্পনা বা রক্ষণাবেক্ষণ সব ক্ষেত্রেই এই বৈপরীত্যের চরিত্রটি প্রতীয়মান।

• এ বারে আসি কৃষ্ণনগর শহরকে চয়ন ক রার প্রসঙ্গে। কৃষ্ণনগর শহরে ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাস ঔপনিবেশিকদের একটি বড় চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করায়। শহরের ভিতরে অঞ্জনা নদীর খাত স্থানে স্থানে অধিগৃহীত। সর্বোপরি শহরের জমে থাকা জল যদি বা কোনও ভাবে শহরের বাইরে পাঠিয়ে জলঙ্গি নদীতে ফেলা হয়, সে ক্ষেত্রেও সমস্যা। কারণ জলঙ্গি নদীর নাব্যতা দিন , দিন হ্রাস পাচ্ছে। কৃষ্ণনগর শহরে আবার পরিশোধিত জল সরবরাহের বিষয়টি সে ভাবে গুরুত্ব পায়নি। এমনকি শহরবাসীদের বলা হয়েছে, পুকুরের জল ফুটিয়ে খেতে (দ্রষ্টব্য, মূল গবেষণা , পৃষ্ঠা-১৮৪)। এই শহরে জল সরবরাহের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি বলে আর্কাইভের নথিও বেশ অপ্রতুল। কলকাতায় যেখানে পাইপের জল সরবরাহের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এই জলের মাধ্যমে ড্রেন পরিষ্কার রাখা (লন্ডনেও তাই), সেখানে কৃষ্ণনগরে এই বিষয়টি সে ভাবে গুরুত্বই পায়নি। তাত্ত্বিক ভাবে মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটিকে একরূপক হিসেবে দেখানোর ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা , এর কার্যক্রম সব কিছুতেই বিবিধের সমাবেশ। তাই মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'পৌর নাগরিকতা'-র সঞ্চারপথও বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যের এই সঞ্চারপথ বোঝাতে, যে শহরে যে বিষয়টি বেশি ঘটনাবহুল সে ক্ষেত্রে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

• পরীক্ষক ভূমিকাতে গবেষণার উদ্দেশ্য , মূল প্রশ্ন এবং গবেষণা পদ্ধতি উল্লেখ করার পরামর্শ দিয়েছেন। মূল গবেষণার ৯৫ নং পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে আলোচনা আছে। সুপারিশ অনুযায়ী আরও কিছু সংযোজন করা হল।

গবেষণার উদ্দেশ্য: মিউনিসিপ্যালিটির পরিকাঠামো নির্মাণ ও তার কার্যকারিতা নির্মাণের কিছু শহর ভিত্তিক মাইক্রো-ইতিহাসধর্মী আলোচনার মাধ্যমে মিউনিসিপ্যালিটি ভিত্তিক এক নতুন ধরনের নাগরিক আত্মপরিচয় 'পৌর নাগরিকতা'-র গড়ে ওঠা ও বিচিত্র বিন্যাসকে বোঝার চেষ্টা করা হবে এই গবেষণায়। পরিকাঠামো

নির্মাণে ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা এবং ঔপনিবেশিতের গ্রহণ-বর্জন-দাবি ভিত্তিক প্রণয়নে 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা'-র স্বরূপ প্রতিষ্ঠাও এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

• গবেষণার মূল প্রশ্ন: শহর পরিচালনার মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডে কী ভাবে শহরে 'জল সঞ্চালন'-এর বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেল ? কেন এবং কীভাবে ভারতের শহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার সময় ঔপনিবেশিকদের বলা তাত্ত্বিক 'সাম্য'-এর বাণী পরিকাঠামো নির্মাণ এবং এর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে বিবিধের সমাহার হয়ে উঠল ? এ ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে কিয়দংশে শহর পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবায় অভ্যস্ত হয়ে পড়া কি শহরবাসীর মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক এক স্বতন্ত্র নাগরিক আত্মপরিচয়ের (যাকে আমরা বলব 'পৌর নাগরিকতা') সূচনা করল? এই প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণাটিতে।

গবেষণার পদ্ধতি: গবেষণাটিতে সামগ্রিক ভাবে ইতিহাসের গবেষণা পদ্ধতি মানা হয়েছে। আর্কাইভের (স্টেট আর্কাইভ, মিউইসিপ্যাল আর্কাইভ , পি ডব্লিউ ডি আর্কাইভ , বিভিন্ন শহরের মিউনিসিপ্যাল আর্কাইভ) নথিপত্র সংগ্রহ এবং সেগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রমপর্যায় অনুসারে একটি ঐতিহাসিক বয়ান রচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া কিছু পত্র-পত্রিকা , আত্মজীবনীও ব্যবহার করা হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির পরিকাঠামো ভিত্তিক মাইক্রো-ইতিহাস চর্চার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণাটিতে।

• পরীক্ষক মন্তব্য করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে রেফারেন্স থেকে হুবহু অনুবাদ করা হয়েছে। যেখানে কোনও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে সম্পূর্ণ বক্তব্য অবিকৃত অবস্থায় উপস্থাপন করার জন্যই ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করা হয়েছে। তা-ও বই হিসেবে প্রকাশ করার সময় এই বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

• পরীক্ষক সুপারিশ করেছেন , প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় অনাবশ্যক দীর্ঘ। প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে জল সঞ্চালন বিষয়টি স্বাস্থ্য রক্ষার নিরিখে কী ভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেল ? কীভাবেই বা মিউনিসিপ্যালিটির ওপর এর দায়ভার ন্যস্ত হল? তারও পরে ভারতে কীভাবে এই ব্যবস্থাটি প্রযুক্ত হল সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সমগ্র আলোচনাটিই গবেষণাটির ভিত্তি স্বরূপ। সমগ্র গবেষণাটিকে বৈধ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে মনে করেছি প্রেক্ষাপট রচনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে অবশ্যই পরবর্তী কালে এ ক্ষেত্রে পরীক্ষকের সুপারিশ বিবেচনা হবে।

• অধ্যায়সূচীর সঙ্গে উপ-শিরোনামগুলি দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পরীক্ষক। এই বিষয়টিও পরবর্তীকালে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

পরীক্ষক পরামর্শ দিয়েছেন , 'পৌর নাগরিকতা' বিষয়টি নিয়ে আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করার। এই পরামর্শ অত্যন্ত মূল্যবান। ভবিষ্যতে খরা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার পরিকল্পনা আছে। তা হলে 'পৌর নাগরিকতা'-র বৈচিত্র্য সম্পর্কে আরও ব্যাপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে।

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

গবেষকের স্বাক্ষর